بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন –হাদিসের আলোকে দুনিয়াতে ফেৎনা ফাসাদ এবং বালা–মুসিবত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সমূহ



প্রেরক,

নাম: ফারজানা ইয়াসমিন

রোল: ২০২০২৪৬৯

ব্যাচ:২০২

প্রাপক

উস্তায মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ

RAM(302)

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচীপত্র

১)ফিতনা কি

২)ফিতনার ভয়াবহতা

৩) বালা-মুসিবত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ

৪) ফিতনার সময় মুমিনের করণীয়

৫)বালা-মুছীবত আসার পূর্বে করণীয়

৬) বালা-মুছীবত চলে আসলে করনীয়

৭)শেষ এর প্রার্থনা

ফিতনা কি?

আরবি ’ফিতনা’ শব্দটি বিপদাপদ, বিশৃংখলা, পরিক্ষা করা ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যেক অপছন্দনীয় বস্তু ও বিষয়ের ক্ষেত্রেও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে।

এক হাদিসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ‘এই উম্মতের প্রথম যুগের মুমিনদেরকে ফিতনা থেকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। আখেরী যামানায় এই উম্মতকে বিভিন্ন ধরণের ফিতনায় ও বিপদে ফেলে পরিক্ষা করা হবে। প্রবৃত্তির অনুসরণ, ফিরকাবন্দী এবং দলাদলির কারণে ফিতনার সূচনা হবে। এতে সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যাবে এবং ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে। একে অপরের উপর অস্ত্র ধারণ করবে। ব্যাপক রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটবে।'

বস্তুতঃ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ফিতনা সম্পর্কে উম্মতকে সাবধান করেছেন এবং তা থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিয়েছেন। আমর বিন আখতাব রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেনঃ 'একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজর নামায পড়লেন। অতঃপর মিম্বারে উঠে যুহর নামায পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। যুহর নামায আদায় করে পুনরায় ভাষণ শুরু করে আসর নামায পর্যন্ত ভাষণ দান করলেন। অতঃপর আসর নামায শেষে ভাষণ শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। এই দীর্ঘ ভাষণে তিনি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যা ঘটবে সবই বলে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জ্ঞানী তারাই এগুলো মুখস্থ রেখেছেন'। -মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

ফিতনার ভয়াবহতা

ফিতনাগুলো একটি অপরটির চেয়ে ভয়াবহ হবে। এমনকি ফিতনায় পড়ে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

‘নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাত্রির মত ঘন কালো অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে। সকালে একজন লোক মুমিন অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হবে। বিকালে সে কাফেরে পরিণত হবে। বহু সংখ্যক লোক ফিতনায় পড়ে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তাদের চরিত্র ও আদর্শ বিক্রি করে দিবে। -মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের একজন দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে দিবে’। -তিরমিজী, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেনঃ সহীহুল জামে আস্ সাগীর হাদীছ নং- ৫১২৫।

ফিতনা-ফাসাদের কারণ :

মানুষ পাপ করতে করতে যখন পাপের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই আল্লাহর শাস্তি নাজিল হয়। বালা–মুসবিত মানুষের কৃতকর্মই আহ্বান করে থাকে, যেমনটা পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– ‘মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিণামে তিনি কর্মের শাস্তির স্বাদ তাদের ভোগ করাবেন, যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে’ (সূরা আর রুম : ৪১)। অন্য আয়াতে বলেন ‘আর তোমাদের কৃতকর্মের কারণই তোমাদের ওপর বিপদ নেমে আসে। অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন’ (সূরা আশ শুরা : ৩০)।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে কেন আজাব–গজব পাঠান সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে আমাদের সতর্ক করেছেন; কিন্তু আমরা এ বিষয়ে উদাসীন। দিনের পর দিন আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অমান্য করেই যাচ্ছি। আমাদের এমন কার্যকলাপের ফলেই একের পর এক আজাবের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি।

হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, যখন সরকারি মালকে নিজের মাল মনে করা হয়, আমানতের মালকে নিজের মালের মতো ব্যবহার করা হয়, জাকাতকে জরিমানা মনে করা হয়, ইসলামী আকিদাবর্জিত বিদ্যা শিক্ষা করা হয়, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হয়, মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়, বন্ধুদের আপন মনে করা হয়, বাবাকে পর ভাবা হয়, মসজিদে শোরগোল করা হয়, পাপী লোক গোত্রের নেতা হয়, অসৎ ও নিকৃষ্ট লোক জাতির চালক হয়, ক্ষতির ভয়ে কোনো লোককে সম্মান করা হয়, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন অধিক হয়, মদ্য পানের আধিক্য ঘটে, পরবর্তী সময় লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের বদনাম করে—তখন যেন তারা অপেক্ষা করে লু হাওয়া (গরম বাতাস), ভূমিকম্প, ভূমিধস, মানব আকৃতি বিকৃতি, শিলাবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি ইত্যাদি কঠিন আজাবের, যা একটার পর আরেকটা আসতে থাকবে, যেমন হারের সুতা ছিঁড়ে গেলে মুক্তার দানাগুলো একটার পর একটা পড়তে থাকে। (তিরমিজি)

তেমনিভাবে আরো বলা হয়েছে, ব্যভিচার যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে, যা আগে ছিল না। যেমনটা নিকট অতীতেও করোনা মহামারী আমাদের আক্রান্ত করেছে। বলা হয়, যদি কেউ মাপে কম দেয়। তাহলে সে জাতির মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

আজাব আসার কারণ হিসেবে হাদিস শরিফে আরো বলা হয়েছে, যদি মুসলমান শাসকরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালায়, তবে আল্লাহ তাআলা মুসলিম সমাজে ভাঙন সৃষ্টি করে দেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে সন্ত্রাস ও খুন–খারাবি শুরু হয়ে যায়।' (বায়হাকি, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১০১৯)

হজরত ইবন আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বীনের কার্যকলাপে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে সেই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে ভয়–ভীতি ঢেলে দেয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে জিনা–ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক মাপে কম দিলে তাদের রিজিক সংকুচিত করে দেয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে অন্যায়ভাবে বিচার–ফয়সালা করা হলে সে গোত্রে রক্তপাত বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাদের মধ্যে শত্রুতা প্রবল করে দেয়া হয়। (মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত : পৃ. ৪৫৯)

ফিতনার সময় মুমিনের করণীয়ঃ

উছমান রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এর হত্যা থেকেই উম্মাতে মুহাম্মাদীর ভিতরে ফিতনার সূচনা হয়েছে। কিয়ামতের পূর্বে তা আর বন্ধ হবে না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনার সময় মুমিনদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

ফিতনার সময় যেহেতু যুদ্ধরত ও বিবাদমান দলগুলোর কোনটির দাবী সত্য তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়, তাই তিনি এহেন জটিল পরিস্থিতিতে কোনো দলের পক্ষাবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেসময় যার ছাগলের পাল থাকবে তাকে ছাগলের পাল নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যেতে বলেছেন কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে বলেছেন। মুসলমানদের যুদ্ধরত দলগুলো সেখানে পৌঁছে গেলে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও যুদ্ধে শরীক হতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এটাই হবে তার ঈমানের জন্যে নিরাপদ। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ قَالَ يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

‘অচিরেই বিভিন্ন রকম ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে। ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি ফিতনার দিকে পায়ে হেঁটে অগ্রসরমান ব্যক্তির চেয়ে এবং পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি আরোহী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নিরাপদ ও উত্তম হবে। ফিতনা শুরু হয়ে গেলে যার উট থাকবে সে যেন উটের রাখালি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং যার ছাগল থাকবে, সে যেন ছাগলের রাখালি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর যার চাষাবাদের যমীন আছে, সে যেন চাষাবাদের কাজে ব্যস্ত থাকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর রসূল! যার কোন কিছুই নেই সে কি করবে? নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ পাথর দিয়ে তার তলোয়ারকে ভোঁতা করে নিরস্ত্র হয়ে যাবে এবং ফিতনা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে।

অতঃপর তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি? অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি আমাকে জোর করে কোন দলে নিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে কারো তলোয়ার বা তীরের আঘাতে আমি নিহত হই, তাহলে আমার অবস্থা কী হবে? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সে তার পাপ এবং তোমার পাপের বোঝা নিয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হবে’। - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

কুরআন হাদিসের আলোকে ফিতনার সময় একজন মুমিনের কিছু করণীয় হলোঃ

কিয়ামতের পূর্ববর্তী সময়ে ফিতনার ভয়াবহতা ব্যাপকাকারে বৃদ্ধি পাবে। কুরআন হাদিসের আলোকে ফিতনার সময় একজন মুমিনের করণীয় অনেক কাজ রয়েছে। কিছু করণীয় এখানে তুলে ধরছি-

এক. সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ থেকে খাঁটি অন্তরে তাওবা ইস্তেগফার করাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআ'লার ঘোষনা হচ্ছে, মানব জাতির গুনাহ ও পাপাচার ব্যতীত তাদের উপরে বিপদ আসে না এবং বিপদ এসে গেলে একনিষ্ঠভাবে খাঁটি অন্তরে তাওবা করা ব্যতীত তা দূরিভূতও হয় না। তাই ফিতনা ও বিপদাপদের সময় যাবতীয় গুনাহ ও পাপের কাজ থেকে আল্লাহ তাআ'লার কাছে তাওবা করা আবশ্যক। তাওবা এবং ইস্তেগফারের গুরুত্ব, ফযিলত এবং প্রয়োজনীয়তা ও নির্দেশনা কুরআনুল কারিম এবং হাদিসের কিতাবগুলোতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিশদ বর্ণনায় উঠে এসেছে।

উলামা সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে, প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা করা (চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা) ওয়াজেব (অবশ্য-কর্তব্য)। যদি গোনাহর সম্পর্ক আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। ১। পাপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। ২। পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। ৩। ঐ

পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, তাহলে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে। উপরোক্ত তিনটি এবং চতুর্থ শর্ত হল, হকদারদের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হব

আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা অনুরূপ কোন দোষ ক'রে থাকে, তাহলে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তির কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যদি কারো গীবত করে থাকে, তাহলে তার কাছে তা বৈধ করে নেবে।

উলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, সমস্ত পাপ থেকে তওবাহ করা ওয়াজিব। আংশিক পাপ থেকে তওবাহ করলেও সেই তওবাহ হকপন্থী উলামাগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তওবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। -সূরা নূর ৩১

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর। -সূরা হূদ ৩

তিনি আরো বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। -সূরা তাহরীম ৮

স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দৈনিক অসংখ্যবার তাওবা করতেন বলে স্পষ্টভাবে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। এক হাদিসে এসেছে-

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ :سمعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول والله إنّي لأَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إِلَيْه في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً رواه البخاري

আবূ হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করি। -বুখারী ৬৩০৭

দুই. আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাঃ

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং বিশ্বাস করবে যে, পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে ও হবে তা সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই। আল্লাহ তাআ'লা এমন কোন জিনিষ সৃষ্টি করেননি যাতে শুধুমাত্র অকল্যাণ বিদ্যমান; বরং কখনও মুমিনের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন কিছু বিষয় নির্ধারণ করেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অকল্যাণকর মনে হয়, অথচ তাতে রয়েছে অপরিমিত কল্যাণ। মহান আল্লাহ মুমিন জননী আয়েশা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

'তোমরা এ ঘটনাকে অকল্যাণকর বলে মনে করোনা; বরং এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।' -সূরা নূরঃ ১০

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'হয়তো তোমরা কখনে এমন কোন বিষয়কে অপছন্দ করবে যাতে আল্লাহ অপরিমিত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন'। -সূরা নিসাঃ ১৯

তিন. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবায়নঃ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, এই উম্মাতের উপর দিয়ে বিভিন্ন বিপদাপদ ও ফিতনার ঝড় বয়ে যাবে এবং তিনি এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও বলে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

تَرَكْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا :كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

'আমি তোমাদের জন্যে এমন দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'। -মুআত্তা ইমাম মালেক। ইমাম আলবানী বলেনঃ হাদীছটি হাসান, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ১৮৬।

তিনি আরও বলেনঃ

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ

'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের সুন্নাতের অনুসরণ করবে। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং উহার উপর অটল থাকবে। আর তোমরা নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা হতে বিরত থাকবে। কেননা প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত এবং প্রতিটি বিদআতের পরিণামই ভ্রষ্টতা'। -আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ১৭৬১।

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাতের অনুসরণের আদেশ দিয়ে বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আরো আনুগত্য করো তোমাদের নেতাদের। তোমাদের মাঝে যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে তখন তোমরা তার সমাধানের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে ফিরে আসবে যদি

তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম।' - সূরা নিসাঃ ৫৯

চার. ফিতনা থেকে দূরে থাকাঃ

মুমিন ব্যক্তি ফিতনা থেকে দূরে থাকবে এবং এ ব্যাপারে কথা বলা থেকেও বিরত থাকবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'অচিরেই বিভিন্ন রকম ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে। ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো বক্তির চেয়ে এবং দাঁড়ানো ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তির চেয়ে এবং পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি আরোহী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে এগিয়ে যাবে সে ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়বে এবং ধ্বংস হবে। আর যে ব্যক্তি ফিতনা থেকে বাঁচার কোন আশ্রয় পাবে সে যেন তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে'। -বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

পাঁচ. ফিতনার সময় বিভ্রান্তিকর প্রচারণা থেকে সাবধান থাকাঃ

মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরাই অনেক সময় নানা সমস্যা, ফিতনা ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে থাকে। তারা এমন সংবাদ প্রচার করে যা বাস্তবের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। বিশেষ করে যখন অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম ইসলামের শত্রুদের হাতে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল সংবাদ যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে যদি ফাসিক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে আসে তোমরা তা যাচাই করে দেখ।' -সূরা হুজুরাতঃ ৬

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

'তাদের কাছে যখন নিরাপদ বা ভীতি সংক্রান্ত কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা প্রচার করে বেড়ায় তারা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং জ্ঞানীদের কাছে আসতো তাহলে তাদের আলেমগণ অবশ্যই প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করতে পারতেন'। -সূরা নিসাঃ ৮৩

ছয়. ফিতনার সময় ঐক্যবদ্ধ থাকাঃ

ফিতনার সময় মুসলমানদের জামাআত ও তাদের ইমামকে আকড়ে ধরতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে এই উপদেশই দিয়েছেন। হুযাইফা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু ফিতনার সময় করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'তুমি মুসলমানদের জামাআত ও তাদের ইমামের অনুসরণ করবে। হুযাইফা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেনঃ আমি বললামঃ তখন যদি মুসলমানদের কোন জামাআ'ত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী সকল ফির্কা পরিত্যাগ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তুমি এ অবস্থায় থাকবে'। -মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব।

সাত. ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করাঃ

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে আল্লাহর কাছে ফিতনা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি এভাবে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই’। -বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আযান।

আট. ফিতনার সময় ধীর স্থিরতা অবলম্বন করাঃ

তাড়াহুড়া করা যদি আনন্দের সময় দোষণীয় হয়ে থাকে তাহলে বিপদের সময় কেমন হতে পারে? হাদীছে এসেছে যে, আখেরাতের কাজ ব্যতীত প্রতিটি কাজেই ধীর স্থিরতা অবলম্বন করা ভাল। অর্থাৎ, আখেরাতের কাজে প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। আর ফিতনা কবলিত অবস্থায় সব সময় পিছিয়ে থাকতে হবে।

নয়. ফিতনার সময় ইবাদতে লিপ্ত থাকাঃ

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘ফিতনার সময় আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার নিকট হিযরত করে আসার মত’। -মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

দশ. মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখাঃ

ফিতনার সময় মুমিনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং দ্বীন ও আল্লাহ তাআ'লার দুশমনদের ষড়যন্ত্র থেকে সাবধানে থাকা। কারণ, বিপর্যয়ের ঘনঘটা প্রত্যক্ষ করে তারাও তখন হয়তো প্রত্যাশা করে থাকবে যে, তাদের মতই অন্যরা, অর্থাৎ, আমরাও যেন একই ভ্রান্ত পথের পথিক হই এবং পরিনামে ইহ পরকালে বিপদগামী হই।

এগারো. ফিতনার সময় বেশী বেশী দু’আ করাঃ

বিপদাপদ ও ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে দু’আ অন্যতম একটি উত্তম পন্থা। দু’আর ফজীলত এই যে, আকাশ থেকে মুসীবত আসার সময় দু‘আর সাথে সাক্ষাৎ হয়। দু’আ ও মুসীবত আকাশে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। আকাশ থেকে মুসীবত নাযিল হতে চায়। আর দু’আ তাকে বাঁধা দেয়। মুসীবতের সময় এই দু’আ পড়তে হবেঃ

اللَّهُمَّ أْجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِى وَاخْلُفْلِى خَيْرًا مِنْهَا

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই বিপদে বিনিময় প্রদান করুন এবং এর পরিবর্তে উত্তম বস্ত্ত দান করুন’।

যে কেউ এই দু’আ পাঠ করবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে বিনিময় প্রদান করবেন এবং মুসীবতের স্থলে উত্তম বস্তু দান করবেন। দু’আ করার অন্যতম আদব হলো দু’আ কবূল হওয়ার সময় ও মাধ্যম অনুসন্ধান করা এবং দু’আ কবূল না হওয়ার কারণসমূহ থেকে বিরত থাকা। যেমন- হারাম খাওয়া বর্জন করা, দ্বীনের কাজে গাফেল না থাকা ইত্যাদি।

বারো. ফিতনার সময় ধৈর্য্য ধারণ করাঃ

মু’মিন ব্যক্তির সকল কাজই ভাল। কল্যাণ অর্জিত হওয়ার সময় যদি শুকরিয়া আদায় করে তবে তার জন্য ইহাই ভাল। আর বিপদাপদের

সময় যদি ধৈর্য্য ধারণ করে তাও তার জন্য ভাল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের প্রতিদান পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হবে।' -সূরা যুমারঃ ১০

হাদীছে এসেছে, মুমিন ব্যক্তি সব সময় মুসিবতের মধ্যে থাকে। পরিণামে সে আল্লাহর সাথে নিস্পাপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করে।

তেরো. ফিতনার সময় দ্বীনের জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাঃ

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জনই ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'। -বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম।

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শত্রুদের চক্রান্ত, পরিকল্পনা ও তাদের অবস্থা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতে হবে, যাতে তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

চৌদ্দ. স্বস্তি ও আশার বাণী প্রচার করাঃ

মুমিনদের দু'টি কল্যাণের একটি অবশ্যই অর্জিত হবে। একটি শাহাদাত ও অপরটি বিজয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ هَلْ تَتَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

'হে নবী! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন! তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের একটির অপেক্ষায় আছো? আমরাও তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষায় আছি যে, হয়ত আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং, তোমরা অপেক্ষায় থাক আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো'। -সূরা তাওবাঃ ৫২

মু'মিনদের পরিণাম হবে জান্নাত। আর কাফেরদের পরিণাম হবে জাহান্নাম। এ জন্যেই তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুকে ভয় করে এবং তা থেকে পলায়ন করতে চায়।

পনেরো. আল্লাহর চিরন্তন রীতির বাস্তবায়নঃ

মুমিন ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনায় মহান আল্লাহর কতিপয় নীতিমালা রয়েছে যা কখনও পরিবর্তন হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

'তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব, আপনি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না'। -সূরা ফাতিরঃ ৪৩

আল্লাহ তাআলার এ সকল রীতি-নীতির ভেতর থেকে অন্যতম কিছু হলোঃ

ক. সত্য ও মিথ্যার মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকবে। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে এ লড়াই শুরু হয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর মুমিন সন্তানগণ পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

'ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তাহলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু আল্লাহ তা না করে একজনকে অন্যজনের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলে থাকেন'। -সূরা মুহাম্মাদঃ ৪

খ. আমাদের পূর্বে অনেক নবী-রাসূল ও নেককার লোকদেরকে ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে। ইয়াহয়া ও যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে হত্যা করা হয়েছে। মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবর্ণনীয় কষ্ট দেয়া হয়েছে। বেলাল রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। হামযা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার কলিজা বের করে চিবিয়ে বিকৃত করা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন শহীদদের নেতা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ (২) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ الْكَاذِبِينَ

'মানুষেরা কি ধারণা করে যে, তাদেরকে এ কথা বলাতেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি, যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে জানতে পারেন এবং ইহাও জানতে পারেন যে, কারা মিথ্যাবাদী।' -সূরা আনকাবূতঃ ২-৩

মুমিনকে তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ, যার ঈমান যত মজবুত, তার পরীক্ষাও তত বড় ও কঠিন হয়ে থাকে। মানুষের মাঝে নবীদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন ছিল। অতঃপর পর্যায়ক্রমে অন্যদের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

গ. আল্লাহর রীতি-নীতির মধ্যে হতে অন্যতম নীতি হলোঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'আল্লাহ তাআ'লা কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে'। -সূরা রা'দঃ ১১

মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে আল্লাহ তাদের বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। মানুষ যখন আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল করে নেয় তখন আল্লাহ তাদের বাহিরের অবস্থাও ভাল করে দেন।

বালা–মুছীবতের কারণ সমূহ : বিভিন্ন কারণে মানুষের উপরে বালা–মুছীবত আপতিত হয়। তন্মধ্যে আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী, মানুষের উপরে যুলুম–নির্যাতন করা, অধিক পাপাচার করা ও সৎকাজের আদেশ কম করা, অবাধ্যতা ও অহংকার করা, মিথ্যাচার করা, আল্লাহ প্রদত্ত নে 'মতের অস্বীকৃতি, দুনিয়াবী বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও কৃপণতা, রাসূল (ছাঃ)–কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, ছালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত অস্বীকার করা, জিহাদ পরিত্যাগ করা, অশ্লীলতার প্রসার

ঘটানো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, সূদ–ঘুষ আদান–প্রদান করা বা হারাম ভক্ষণ করা, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়ছালা না করা ইত্যাদি কারণে মানুষের উপরে বালা–মুছীবত নেমে আসে।

বালা–মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

বালা–মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বালা–মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় খ. বালা–মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয়।

ক. বালা–মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় :

মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললে তাদের উপরে আল্লাহর আযাব–গযব হিসাবে বালা–মুছীবত নেমে আসবে না। বালা–মুছীবত যাতে না আসে সেজন্য কিছু করণীয় আছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ' ল।–

১. আল্লাহর আদেশ–নিষেধ মেনে চলা : আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা বালা–মুছীবত থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আববাস (রাঃ)–কে বলেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি– তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি–নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা 'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা 'আলার বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা 'আলাকে তুমি তোমার সামনে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হ' লে আল্লাহ তা 'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হ' লে আল্লাহ্ তা 'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহ' লে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা 'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহ' লে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা 'আলা তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।[1] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ وَاحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، وَتَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، 'তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখ, বিপদের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবেন' ।[2]

২. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : সচ্চরিত্র মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ' তে বর্ণিত তিনি বলেন, فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضى الله عنها فَقَالَ زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِي فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. 'অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়ায়লিদের নিকটে এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। অতঃপর তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। এমনকি তাঁর শংকা দূর হ' ল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)–এর নিকটে ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, 'কখনোই না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন' ।[3]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكْرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوْءِ، ‘বিদ্বানগণ বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর কথার অর্থ হচ্ছে, আপনার উপরে কোন কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় কিছু আপতিত হবে না। কেননা আল্লাহ আপনার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী দান করেছেন। যেগুলি তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্র ও সৎ স্বভাব ধ্বংস-যজ্ঞ বা বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে’ ।[4]

ইমাম কিরমানী (রহঃ) বলেন, وفيه أن خصال الخير سببٌ للسلامة من مَصارِع السوء، والمكارم سببٌ لدفع المكاره،
‘আর এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভের উপায়। সচ্চরিত্র কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় বিষয় প্রতিরোধের উপায়’ ।[5]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, فِيهِ أَنَّ مَكَارِم الْأَخْلَاق وخصال الْخَيْر سَبَب للسلامة من مصَارِع الشَّرّ الدِّيْن وَالدُّنْيَا، ‘ والمكاره فَمن كثر خَيره حسنت عاقبته ورجى لَهُ سَلامَة (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) এতে রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম। অতএব যার সৎকর্ম বেশী তার পরিণতি সুন্দর হবে। আর তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার আশা করা যায়’ ।[6]

৩. তওবা ও ইস্তেগফার করা : পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়া গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হ’ ল ঐ পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার জন্য ছওয়াবের আশা পোষণ করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর নিকটে তওবা করতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষের গোনাহের কারণেই বিপদ-মুছীবত আপতিত হয় এবং তওবা ব্যতীত তা দূরীভূত হয় না। সুতরাং মানুষকে বেশী বেশী তওবা করতে হবে। দুনিয়াতে আমরা যে বিপদে-আপদে পতিত হই, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য বা সেগুলো হালকা হওয়ার জন্য মুছীবত দূরীভূত হওয়ার উপায়সমূহ অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ বান্দাকে তওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً- হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা কর’ (তাহরীম ৬৬/৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো’ (হূদ ১১/৯০)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, তাহ’ লে তোমরা সফলকাম হবে’ (নূর ২৪/৩১)। তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ- ‘ অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে’ *(আনফাল ৮/৩৩)*।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ- ‘ যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা ‘আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হ’ তে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হ’ তে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান হ’ তে যা সে কখনো কল্পনা করে না’ ।[7]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বলল, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ-) আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মা ‘বূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকটে তওবাকারী) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হ’ তে পলায়ণ করে থাকে’ ।[8]

৪. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা : তাক্বওয়া হচ্ছে সকল আমল সংশোধনের উপায়। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ’ লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে’ *(আহযাব ৩৩/৭০–৭১)*।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘ وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ– ‘যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (মুক্তির) পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হ’ তে রিযক দান করবেন’ (তালাক ৬৫/২–৩)। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাকে ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন।[9]

আল্লাহভীতি অর্জন করলে দুনিয়াবী বালা–মুছীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، ‘আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমরা তাদেরকে পথ–নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। আমরা উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত’ (&হা–মীম আস–সাজদা ৪১/১৭–১৮)।

অর্থাৎ তাদের পরে উল্লিখিতদের কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং তারা কোন ক্ষতির শিকার হয়নি। বরং আল্লাহ তা ‘আলা তাদেরকে তাদের নবী ছালেহ (আঃ)–এর সাথে রক্ষা করেছেন তাদের ঈমান ও আল্লাহভীতির কারণে।[10] আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا– ‘আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্ত ক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব’ (মারিয়াম ১৯/৭১–৭২)।

৫. খাদ্য–পানীয়ের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা :

খাদ্য ও পানপাত্র সমূহ ঢেকে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা এতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, غَطُّوْا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. ‘খাদ্য–পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত্রি আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা–মুছীবত নাযিল হয়। ঐসব বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান–পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, ফলে তা তার মধ্যে প্রবেশ করে’ ।[11]

৬. বিভিন্ন দো ‘আ করা :

বালা–মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐসব নাযিল হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে পঠিতব্য নানা রকম দো ‘আ রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন। সেগুলি নিয়মিত পাঠ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ. ‘যে বিপদ–আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দো ‘আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দো ‘আকে আবশ্যিক করে নাও’ ।[12]

সকাল–সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো ‘আ :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى

‘ . يُمْسِىَযে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, অর্থ : ‘আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী’ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না’ ।[13]

দো ‘আ ইউনুস বেশী বেশী পাঠ করা :

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ,আর স্মরণ কর মাছওয়ালা سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ، ‘ (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘণ অন্ধকারের মধ্যে আহবান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ’ তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি’ *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ,যুন-নূন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে الظَّالِمِيْنَ . فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ . ‘ থাকাকালে যে দো ‘আ করেছিলেন তা হ’ ল- *‘তুমি ব্যতীত কোন মা ‘বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয়ই যালিমদের দলভুক্ত’ (আম্বিয়া ২১/৮৭)*। যে কোন মুসলিম কোন বিষয়ে কখনো এর মাধ্যমে দো ‘আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা ‘আলা তার দো ‘আ কবুল করেন’ ।[14]

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দো ‘আ :

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِى وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ، ‘ -রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এসব দো ‘আ করা পরিত্যাগ করতেন না ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ব্যাপারগুলো গোপন রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হ’ তে, পশ্চাতের বিপদ হ’ তে, ডানের বিপদ হ’ তে, বামের বিপদ হ’ তে, আর ঊর্ধ্বদেশের গযব হ’ তে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হ’ তে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হ’ তে’ ।[15]

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ . ‘ নবী করীম (ছাঃ) বালা-মুছীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন’ ।[16]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দো ‘আ :

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ ,রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ- ‘ যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, *বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’* তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে’ ।[17]

খ. বালা–মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয় :

বিপদাপদ ও বালা–মুছীবত নাযিল হ' লে কিছু করণীয় রয়েছে, যা করলে মানুষ ঐসব থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে সে করণীয়গুলো উল্লেখ করা হ' ল।–

১. বেশী বেশী ইবাদত করা :

বিপদ আসলে বেশী বেশী ইবাদত–বন্দেগী করা উচিত। যাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا . ' সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু' টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দো 'আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বাহ করবে' ।[18]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, قَالَ الطِّيبِيُّ أُمِرُوْا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلاَءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ، 'ত্বীবী বলেন, বালা–মুছীবত প্রতিরোধের জন্য যিকর, দো 'আ, ছালাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে' ।[19]

হাফেয ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء . ' নবী করীম (ছাঃ) চন্দ্রগ্রহণের সময় ছালাত, দাসমুক্তি, বেশী বেশী যিকর ও দান–ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এসব কাজ বালা–মুছীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের মাধ্যম' ।[20]

২) নফল ছালাত আদায় করা :

বালা–মুছীবত আসলে নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে তা থেকে রক্ষার জন্য দো 'আ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ، ' সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হ' ল দু' টি নিদর্শন, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত অবস্থায় ছালাতের দিকে আসবে' ।[21]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তিনজন শিশু ব্যতীত কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে জুরাইজ নামে ডাকা হ' ত। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না ছালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট এক মহিলা আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর মহিলা একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হ' ল এটি কার থেকে? মহিলা বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি–গালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযূ করে ছালাত আদায় করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, ঐ রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না, তবে মাটি দিয়ে' ।[22]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ' তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী

শাসক ছিল। তাকে বলা হ’ ল যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই–বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হ’ ল।

সারা ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো ‘আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হ’ তে আমার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফেরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, মহিলাটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এভাবে দু’ বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর।

সারাহ ইবরাহীম (আঃ)–এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা ‘আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদীকে হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে?[23]

৩) তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা :

আবূ উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’ তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ . ‘তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক’ ।[24]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ، ‘আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (১ম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব’ ।[25] সুতরাং এসময়ে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা–মুছীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে

মুক্তি দিবেন।

৪. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা :

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করলে আল্লাহ খুশি হন এবং ক্রন্দনকারীকে রক্ষা করেন। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا، ‘আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়’ (ইসরা ১৭/১০৯)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ . ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না’ ।[37] তিনি আরো বলেন, عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللهِ . ‘দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের

আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়’ ।[38] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ– যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ হচ্ছে জান্নাত’ ।[39]

৫. আক্রান্ত এলাকায় গমন না করা :

যে এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, সেখানে গমন করতে রাসুল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ . ‘ তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছ, তখন সে স্থান হ’ তে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না’ ।[40]

[1]. তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে ‘ হা/৭৯৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৬–৩১৮।

[2]. হাকেম হা/৬৩০৩; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৫, সনদ ছহীহ।

[3]. বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়, ‘অহি–র সূচনা’ অনুচ্ছেদ।

[4]. নববী, শরহু মুসলিম, ২/২০২।

[5]. শরহুল কিরমানী আলা ছহীহিল বুখারী, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া), পৃঃ ২০৬।

[6]. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহু ছহীহিল বুখারী, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী), ১/৬৩ পৃঃ।

[7]. আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯।

[8]. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩।

[9]. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৪৬; কুরতুবী ১৮/১৫৯; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪৩।

[10]. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/১৬৯ পৃঃ, সূরা হা–মীম সাজদাহ ১৭–১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

[11]. মুসলিম হা/২০১৪; মিশকাত হা/৪২৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৭; ইরওয়া হা/৩৯; ছহীহুল জামে ‘ হা/৭৬০৮।

[12]. তিরমিযী হা/৩৫৪৮; ছহীহুল জামে ‘ হা/৩৪০৯; ছহীহ আত–তারগীব হা/১৬৩৪; মিশকাত হা/২২৩৯।

[13]. আবূদাউদ হা/৫০৮৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১।

[14]. তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; ছহীহুল জামে ‘ হা/৩৩৮৩।

[15]. আহমাদ হা/৪৭৮৫; আল–আদাবুল মুফরাদ হা/১২০০, সনদ ছহীহ।

[16]. বুখারী হা/৬৩৪৭, ৬৬১৬; মুসলিম হা/২৭০৭; মিশকাত হা/২৪৫৭।

[17]. আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩; ছহীহুল জামে ‘ হা/৪৯৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৫।

[18]. বুখারী হা/১০৪৪; নাসাঈ হা/১৫০০; মিশকাত হা/১৪৮৩।

[19]. ফৎহুল বারী, ২/৫৩১ পৃঃ; উমদাতুল ক্বারী, ৭/৭১ পৃঃ; মির ‘আত ৫/১৪৮ পৃঃ।

[20]. ইবনুল কায়্যেম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃঃ), ১/১৪২ পৃঃ।

[21]. বুখারী হা/১০৫২; ছহীহুল জামে ‘ হা/১৬৪৪।

[22]. বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০।

[23]. বুখারী হা/২২১৭, ২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০।

[24]. তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; ছহীহুল জামে ‘ হা/৪০৭৯; ইরওয়া হা/৪৫২।

[25]. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

[26]. বুখারী হা/১০৫৮।

[27]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।

[28]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।

[29]. আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, ১/৩১ পৃঃ।

[30]. ফৎহুল বারী, ১/৪০৬।

[31]. ত্বাবারানী, আল-আওসাত; ছহীহুল জামে ‘ হা/৩৭৯৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৯০।

[32]. ইবনু কায়্যেম, যাদুল মা ‘আদ, ৪/১২৪।

[33]. বুখারী হা/১০৬৩, ১০৪০; মিশকাত হা/১৪৮৩।

[34]. ছহীহুল জামে ‘ হা/২৬০৫; ছহীহাহ হা/১৭৪৪।

[35]. আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০।

[36]. মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।

[37]. তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮; ছহীহুল জামে ‘ হা/৭৭৭৮।

[38]. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯; ছহীহুল জামে ‘ হা/৪১১৩।

[39]. তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭৮৭।

[40]. বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮।

শেষের প্রার্থনাঃ

পরিশেষে আল্লাহর কাছে সকল প্রকার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়ের আগত ফিতনাসমূহের ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ চাই। কবর, হাশর, সিরাতের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে দ্বীনের সহিহ বুঝ দান করুন। দ্বীনুল হক্ক এর ঝান্ডাতলে সমগ্র মানবজাতিকে সমবেত হয়ে তাদের ইহ পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করার তাওফিক প্রদান করুন।

তথ্যসূত্র :

- www.hadithbd.com
- মাসিক আর-তাহরীক
- https://www.quraanshareef.org/

নাম:ফারজানা ইয়াসমিন

বাসা: গাজীপুর

রেজি: 20202469

ব্যাচ: ২০২

ফোন:01533420228